দৈনিক জনকণ্ঠ

তারিখ ... 04 JUL 1995 ...
পৃষ্ঠা ৮ কলাম ৭

৫৬

শেরেবাংলা মেডিক্যাল কলেজে যে কারণে সন্ত্রাস সৃষ্টি হলো

জনকণ্ঠ রিপোর্ট

ছাত্র রাজনীতি নিষিদ্ধ হবার পরেও কেন শেরেবাংলা মেডিক্যাল কলেজে ছাত্র সংঘর্ষ হলো? কেনইবা কলেজ অনির্দিষ্টকালের জন্য বন্ধ ঘোষিত হলো? এ প্রশ্ন জেগেছে অভিভাবক মহল ও সাধারণ মানুষের মধ্যে। সাম্প্রতিক সংঘর্ষের কারণ খুঁজতে গিয়ে অন্যতম প্রধান যে কারণটি খুঁজে পাওয়া গেছে, তা হচ্ছে ছাত্রলীগ- এর অন্তর্কলহ। আর এই অন্তর্কলহের সুযোগকে কাজে লাগিয়ে ছাত্রদলের ক্যাম্পাসে আধিপত্য প্রতিষ্ঠার আকাঙ্ক্ষা। এ তথ্য বিভিন্ন সূত্রের।

সূত্রগুলো বলেছে, নেতৃত্বের কোন্দল নিয়ে ছাত্রলীগের মধ্যেকার অন্তর্কলহ অত্যন্ত পুরনো। এই কলহের সূচনা কলেজের একসময়কার ছাত্রলীগ নেতা পারভেজ-মুহিতের সময়কালে। যার ধারাবাহিকতায় এনায়েত ছাত্রলীগের সভাপতি ও আরিফ সোবহান সাধারণ সম্পাদক হন। নেতৃত্বের অপর দাবিদার শফিকুল ইসলাম সে কারণে ক্ষুব্ধ ছিলেন। ২১ এপ্রিল তুচ্ছ আম খাওয়াকে কেন্দ্র করে ইন্টার্নি ডক্টরস হোস্টেলে দু'গ্রুপের অন্তর্কলহ নগ্ন হয়ে ওঠে। দু'গ্রুপের দু'নেতাই পরস্পরের সমর্থকদের হাতে মার খায়। জর্জ নামে শফিক গ্রুপের একজনকে সংজ্ঞাহীন অবস্থায় পিজি হাসপাতালে স্থানান্তর করা হয়। এ ঘটনার পর কলেজ পুনরায় উত্তপ্ত হয়ে ওঠে। শফিক ছাত্রলীগ নেতৃবৃন্দের কাছে (জেলা পর্যায়ে) এর বিচার লাভে ব্যর্থ হয়। ক্ষুব্ধ হয়ে শফিকসহ অন্যান্যরা ছাত্রদলে যোগ দেয়।

এর পরেই মাঠে নামে ছাত্রদল। জর্জকে তাদের কর্মী হিসাবে প্রচার চালায়। সেই সাথে এ সুযোগে ক্যাম্পাসে ছাত্রলীগকে নিষ্ক্রিয় করার জন্য প্রস্তুতি নেয়। পরিস্থিতি পাল্টে যায় কলেজে থমথমে ভাব বিরাজ করে। ছাত্রদলে যোগ দেবার বিষয়ে প্রথমে প্রলোভন দেখায়। পরবর্তীতে চাপা প্রয়োগ করতে থাকে। এর মধ্যে ইন্টার্নি ডক্টরস হোস্টেলের যে কক্ষটিতে এনায়েত তাকতো তা ভাংচুর হয়। ২৫ এপ্রিল এনায়েত ক্যাম্পাসে বহিরাগতদের নিয়ে হামলা চালানোর চেষ্টা করে ব্যর্থ হয়। পুলিশ ইন্টার্নি ডক্টরস হোস্টেল থেকে ৫ জনকে আটক করে। কিন্তু কর্তৃপক্ষের অনুমতি না পাওয়ায় তল্লাশি করতে ব্যর্থ হয়। ঐ দিন ছাত্রদলের এক কর্মী ছাত্রলীগের হাতে লাঞ্ছিত হয়। ছাত্রলীগের জেলা পর্যায়ের নেতৃবৃন্দ ক্যাম্পাসে এসে ছাত্রদলকে বিভিন্ন হুমকি দিয়ে যায়। ঘটনার ধারাবাহিকতায় ২৪ মে ছাত্রদল কর্মীরা ছাত্রলীগের দুর্গ হিসাবে চিহ্নিত ১ নং হোস্টেলে গভীর রাতে হামলা চালায়। তারা ছাত্রলীগ সমর্থকদের মারধর ও ধারালো অস্ত্র দিয়ে আঘাত করে। ১নং ও মইনুল হায়দার ছাত্রাবাসের ছাত্রলীগের কর্মী-সমর্থকদের ১০/১২টি রুম ভাংচুর করে। পুলিশ এর পর থেকেই ক্যাম্পাসে অবস্থান নেয়। উত্তেজনা চলতে থাকে।

পরবর্তীতে ছাত্রদলের হাতে আরও কয়েকজন ছাত্রলীগ কর্মী আহত এবং কক্ষ ভাংচুর হয়। সেই সাথে ক্যাম্পাসে যাতে ছাত্রলীগের এনায়েত গ্রুপ ঢুকতে না পারে সেজন্য হোস্টেলগুলোতে ছাত্রদল টহলের ব্যবস্থা করে।

এতগুলো ঘটনা ঘটলেও ছাত্র রাজনীতি নিষিদ্ধ সত্ত্বেও কলেজ কর্তৃপক্ষ ছিল নিশ্চুপ। শেষের দিকে শোনা যায় জেলা প্রশাসনের চাপের মুখেই কলেজ বন্ধ ঘোষিত হয়।

মেডিক্যাল ক্যাম্পাসে ছাত্রলীগের অবস্থান ছিল দৃঢ়। এক নম্বর ছাত্র সংগঠন হিসাবে বিগত দিনের সংসদ নির্বাচনে তাদের অবস্থান ছিল একচেটিয়া। ছাত্রদল মাত্র বছর দুয়েক আগে দ্বিতীয় অবস্থানে উঠে আছে। যে কারণে তারা সর্বতোভাবে একচ্ছত্র আধিপত্য প্রতিষ্ঠার জন্য চেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছিল। ক্যাম্পাসে ছাত্র রাজনীতি নিষিদ্ধ হলেও ছাত্রলীগ ও ছাত্রদলের রাজনৈতিক কর্মকান্ড ঠিকই চলছিল। অন্তর্কলহে পর্যুদস্ত ছাত্রলীগকে ক্যাম্পাসে নিষ্ক্রিয় করে দেয়ার জন্যই ছাত্রদল সুযোগকে কাজে লাগায়।